তারিখ ... 19 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা 2-8 কলাম 8

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারী বাঙলা কলেজ

আমরা যেমন আছি

নুজহাতুল হাচান

বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলা। বাংলাকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মাধ্যম হিসেবে পরিচয় করার চিন্তা থেকে ১৯৬২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ভাষাসৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে বাঙালি সমাজের অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই বিদ্রুপ করেছিল বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠার কারণে। এমনকি কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করলে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সময়ে বাঙলা কলেজের বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ দ্রুতই জনপ্রিয়তা পায়। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা কলেজের ক্লাস হতো নবকুমার ইনস্টিটিউটে রাতের শিফটে।পরে ১৯৬৪ সালে বাঙলা কলেজ মিরপুরে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে পাকহানাদার বাহিনী ও অবাঙালি বিহারীরা বাঙলা কলেজের দখল নেয়। তারা সেখানে টর্চার সেল স্থাপন করে পুরো বাংলা কলেজকেই বদ্ধভূমিতে পরিণত করে। এমনকি কলেজের সাইনবোর্ড নামিয়ে 'উর্দু কলেজ' সাইনবোর্ড লাগানো হয়। ১৯৮৫ সালে কলেজটিকে সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চালু হয়। সম্প্রতি কলেজটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত রয়েছেন। রমিজ উদ্দিন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র তিনি বলেন, আমাদের ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ক্লাস ও নিয়মিত হয় তবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য একটি বড় লাইব্রেরি দরকার।

স্বপ্না আক্তার পড়ছেন সমাজ কর্ম বিভাগে। তিনি বলেন, আমাদের ক্যাম্পাস অনেক সুন্দর ও শিক্ষাপোযোগী। নিয়মিত ক্লাস হয়। আমরা বন্ধুরা নিয়মিতই ক্লাসে আসি, তবে বাঙলা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাওয়ায় আমরা আনন্দিত।

এ প্রসঙ্গে সরকারি বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ইমাম হেসেন বলেন অতীতে বাংলা কলেজের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে আতঙ্ক থাকলেও বর্তমানে সেই আতঙ্ক নেই। ক্যাম্পাসে এখন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে। কোনো কোনো ডিপার্টমেন্টে পাসের হার শতভাগ ও ফলাফল প্রথম শ্রেণি প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ।

তিনি আরো জানান, বর্তমানে সারা ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াইফাইয়ের সুবিধা রয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় কলেজে দুটি দশ তলা ভবন ও একটি হোস্টেল ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে।

তিনি জানান, বর্তমান সরকারের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বাঙলা কলেজ তার অবস্থান থেকে কাজ করছে এবং বাঙলা কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ও মান্নোয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি বাঙলা কলেজের প্রফেসর মো. ইমাম হোসেন ২০১৬ সালে ঢাকা মহানগরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে সেরা অধ্যক্ষ হিসেবে সম্মাননা লাভ করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এ. বি. বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর